



শিক্ষা

শিক্ষা সংকট

শিক্ষা মানুষকে উচ্চ শিখরে নিয়ে যায়, কথাটি যেমনি সত্যি তেমনি অর্থবহ। কিন্তু কোন শিক্ষায় জাতির দিকনির্দেশনা পেতে পারে? স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে সত্যিকার অর্থে শিক্ষা আমরা কতটুকু লাভ করতে পেরেছি। তার পর শিক্ষা ক্ষেত্রে বর্তমানে যে সংকট দেখা দিয়েছে তাতে ছাত্ররা কতটুকু শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে তা বর্তমান পরিস্থিতিতে সহজেই অনুধাবন করা যায়। শিক্ষা ক্ষেত্রের বর্তমান সংকট বহুমুখী। তার মধ্যে নকল প্রবণতাই বেশী। অনেকেই মনে করেন, ছাত্ররা প্রয়োজন মত লেখাপড়া করে না বিধায় নকল করার প্রয়োজন হয়। এই

কথাটি বলে যেন কর্তৃপক্ষ দায়িত্ব এড়াতে চান। কিন্তু কেন ছাত্ররা লেখাপড়া করে না, নকলের সাথে জড়িত থাকে—একথাগুলো কি আমরা কখনো গভীরভাবে ভেবে দেখেছি। বর্তমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কতটুকু পড়াশুনা হয়, তা আজ ভাবনার বিষয়। বর্তমান পরিস্থিতিতে বলা চলে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চলছে শিক্ষার নামে প্রহসন (স্বল্পসংখ্যক প্রতিষ্ঠান ছাড়া)। সাধারণ শিক্ষার মত ইসলামী শিক্ষার মাধ্যমগুলোতেও চলছে অনিয়ম-অশৃঙ্খল পরিবেশ। শুধু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই অনিয়ম নয়; বরং গোড়াতেই অনিয়মের কথা শুনা যায়। যেমন মাদ্রাসা ছাত্রদের প্রতি

অতিরিক্ত সিলেবাসের চাপ। দাখিলের বাংলা ইংরেজী ও আরবী সাহিত্য অতিরিক্ত কঠিন করা হয়েছে। ইসলামী শিক্ষার অন্যতম মাধ্যম মাদ্রাসা। বহু ফাজিল মাদ্রাসা গ্রামে দেখা যায়। একটি বিএ কলেজে কত জন অধ্যাপকের প্রয়োজন তা কারো অজানা নয়। কিন্তু ফাজিল মাদ্রাসাগুলোতে (স্বল্পসংখ্যক ছাড়া) প্রয়োজনীয় শিক্ষক নেই। তবে ইবতেদায়ী, দাখিল ও আলিম, ফাজিল একত্রে থাকায় সুবিধা হয়েছে। দাখিলের শিক্ষক দ্বারা আলিম-ফাজিলের ক্লাস চালানো হয়। তাতে নীচের ক্লাসগুলো ঠিকমত হয় না। এছাড়া ফাজিল মাদ্রাসায় ৭-৮ জন করে শিক্ষকের পদ খালি থাকে (গ্রামের ক্ষেত্রেই বেশী)। এতে

নিয়মিত কতটুকু ক্লাস হয় তা চিন্তার বিষয়। এতেও ছাত্রদের দুর্ভোগ পোহাতে হয়। আবার অনেক গ্রামের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞান বিভাগের পড়ার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু সাথে না থাকে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি না থাকে প্রয়োজনীয় শিক্ষক। এই পরিস্থিতিতে শিক্ষা ক্ষেত্রে যে সংকট চলছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এতদসত্ত্বেও ফি'বছর পরীক্ষার ফল শুধু খারাপই হচ্ছে। তাই বলা চলে, শিক্ষা ক্ষেত্রের সংকট দিন দিন যেভাবে বাড়ে তা যদি অবিলম্বে বন্ধ করা না যায়, তবে অচিরেই বর্তমান সংকট আরো ঘনীভূত হবে।

এম এ মামান